R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
২১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে আশ্বিন বুধবার, ১৪১৭।
৬ই অক্টোবর ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

সাধারণের কাছে প্রণববাবু এখন প্যাকেট মন্ত্রী- প্যাকেট দাদু বলে পরিচিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর এল.আই.সি. শাখার ব্যবস্থাপনায় গত ২৬ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুরের সাংসদ ও ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী রঘুনাথগঞ্জের ম্যাকেঞ্জীপার্কে এক অনুষ্ঠানে আসেন। সেখানে 'সাবলম্বন' পেনশন স্কীমে কয়েকজনকে পরিচয় কার্ড দেন। তিনি বলেন – '১২০ কোটি মানুষের দেশে ১২ – ১৩% মানুষ পেনশনে অন্তর্ভূক্ত। বাকী সিংহভাগ মানুষ বয়সের ভারে কর্মক্ষমতা হারিয়ে সংসারে বোঝা হয়ে দাঁড়ান। তারা যাতে বোঝা না হন তার জন্যই এ প্রকল্প চালু করা হচ্ছে।' ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর প্রণববাবু জঙ্গিপুর মহকুমার কয়েকটি জায়গায় রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কেরও উদ্বোধন করেন। প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়নে টিফিন (শেষ পাতায়)

ছাত্রের শ্লীলতাহানি – আঙুল প্রধান শিক্ষকের দিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির নওপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রীর শ্লীতাহানির অভিযোগ ওঠে স্বয়ং প্রধান শিক্ষক গনেশ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। ছাত্রীটি জঙ্গীপুর আদালতে বিচারকের কাছে অভিযোগ করে, তাকে একটা ফাঁকা ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে মাষ্টার মশাই তার অঙ্গপতঙ্গ স্পর্শ করেন এবং বাড়িতে কিছু বলতে বারণ করেন। ছাত্রীটি ছুটে গিয়ে বাড়িতে তার মাকে সব কথা বলে। এরপর কয়েকজন অভিভাবক স্কুলে চড়াও হওয়ার আগেই প্রধান শিক্ষক তার রঘুনাথগঞ্জ প্রতাপপুরের বাড়িতে গা ঢাকা দেন। সাগরদীঘি থানায় প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে ও জঙ্গীপুর আদালতে মামলাও রুজু করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষক এরপর থেকে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত। এই ঘটনায় পুলিশ অদ্ভুতভাবে চুপ থাকায় এলাকার মানুষ ক্ষুদ্ধ।

ধুলিয়ানে নয়া নিয়ম চালু রাখতে গিয়ে আর.জি.পার্টির কর্মী প্রহৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : শহরের নয়া নিয়ম চালু রাখতে গিয়ে গত ২৩ সেপ্টেম্বর সি.জে. প্যাটেল মোড়ে ডিউটিরত আর.জি. পার্টির কর্মী সারফুল সেখ এক ভুটভুটি চালক তার লোকজনের হাতে প্রহৃত হয়। তাকে হাঁসপাতালে ভর্তি করতে হয়। উল্লেখ্য, শহরের যানজট রুখতে সম্প্রতি পৌর কর্তৃপক্ষ ওখানকার পুলিশ ও ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১২ টা এবং বিকেল ৩টে থেকে রাত ৮ পর্যন্ত বড় গাড়ী ঢোকা নিশিদ্ধ করে। ঘটনার দিন একটা পাট বোঝায় ভুটভুটি নিয়োম অগ্রাহ্য করে শহরের ঢুকতে গেলে আর.জি. পার্টির কর্মী সারফুল সেখ বাধা দেয়। তাকে উপেক্ষা করে গাড়ীটি শহরে ঢুকতে যায়। সারফুল ড্রাইভার লক্ষ্য করে লাঠি দিয়ে বাধা দিতে গেলে ভুটভুটি কয়েকজন কুলি ও ড্রাইভার সারফুলকে মাটিতে ফেলে প্রচণ্ড মারধোর করে। পুলিশ এসে সারফুলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

ছাত্রদের প্রতি কেন এই দ্বিচারিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গীপুর হাই স্কুলের একাদ্বশ শ্রেণীর কমার্স ছাত্রদের ঘরে কোন ফ্যানের ব্যবস্থা নেই। আবেদন নিবেদন করেই এর কোন সুরাহ করতে পারেনি ছাত্ররা বলে অভিযোগ। অথচ প্রধান শিক্ষকের ঘরে চরম স্বাচ্ছন্দ্য। সেখানে দুটো শিলিং বাদেও একটা স্ট্যান্ডিং পাখা চালু থাকে। কেন এই বৈষম্য ? ছাত্ররা নাকি সংখ্যায় কম এবং ঠিকমত ক্লাস করে না বলেই স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন। এই ব্যাপারে অভিভাবকরা ডি.আই. অফ স্কুল এর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে খবর।

ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে আসা টাকা ছিনতাই চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের নং বিহীন মোটর সাইকেলের দুইজন আরোহী গত একমাসের মধ্যে এস.বি.আই. চত্বর থেকে পরপর টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ পুলিশে অভিযোগ জানিয়ে কোন ঘটনার কিনারা হচ্ছে না বলে খবর। জঙ্গীপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতির দুই কর্মী এস.বি.আই. থেকে তাদের

রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানের কালী মন্দিরের পুরোহিত পলাতক

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানের কালী মন্দিরের পুরোহিত মঙ্গল ব্রহ্মচারী বেশ কিছুদেন থেকে অনুপস্থিত। খবর, তার মায়ের অসুস্থতার কথা জানিয়ে তিনি দেশের বাড়ি যাওয়ার উদ্যোগ নেন। যাবার দিন কমিটির নির্দেশে সন্দেহজনক ভাবে তাঁর ব্যাগ তল্লাশি করা হয়। বেশ কিছু কাপড়, বাসনপত্র নগদ কয়েক হাজার টাকা ইত্যাদি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় বলে খবর। এর আগে মঙ্গল (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে আশ্বিন বুধবার, ১৪১৭

অভাব ঘুচিল কই !

স্বাধীনতার পর বাষট্টি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর কাল হইতে আজ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পার হইল, তবুও অর্থনৈতিক উন্নতি এমন কিছু এখনও লক্ষ্য করা গেল না। দেশের দারিদ্র দূরীভূত না হইয়া বরং আরও ঘনীভূত হইতেছে। তবে এইটুকু বেশ বোঝা যাইতেছে যে ধনীরা আরও ধনী হইয়াছে, দরিদ্র ক্রমাগত নিম্নগামী হইয়া ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য আরও প্রকট হইয়াছে। আমাদের সরকার এখনও আমাদের অভাব দূর করিতে সমর্থ হন নাই। এখনও আমাদের সকল দিকেই অভাব, সকল বস্তুরই অনটন। আজও আমরা অন্নাভাবে ক্ষুধার্ত। চাউলের দাম বা প্রধান খাদ্যশস্যের দাম দিন দিন ঊর্ধ্বমুখী। জলাভাব তীব্র। এখনও ভারতের গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র পানীয় জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। চিকিৎসার অভাব এখনও আমাদের দেশে প্রবল। যদ্যপি দিকে দিকে ঢক্কা নিনাদে নূতন নূতন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অত্যাধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তারকুল হাসপাতালের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন। কিন্তু হাসপাতালেই প্রয়োজন মত ঔষধ, পথ্য, স্যালাইন প্রভৃতি সরবরাহ হইতেছে না। দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীর আধিক্য বৃদ্ধির ফলে সরকারী অর্থ রোগীর সেবায় নিয়োজিত না হইয়া কর্মী ও ডাক্তারদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বৃদ্ধি করিতেছে। আমাদের চতুর্দিকে শুধু অভাব আর অভাব। দাদাঠাকুরের মত বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, শুধু ইচ্ছাই বা বলি কেন বলিতে বাধ্য হইতেছি — মা, আমাদের অভাবের অবধি নাই। আমাদের সবই চাই।

'অন্ন চাই, প্রাণ চাই,
আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু।'

আলোর কথা উঠিতেই মানসে ভাসিয়া উঠিল একবিংশ শতকের আগমন সত্বেও আমাদের দেশের অন্ধকার ঘুচিল না। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্বাবলম্বী হইল না। লোড শেডিং এর প্রবল দাপটে জনজীবন বিপর্যস্ত। দাদাঠাকুর পরাধীনতার গ্লানিযুক্ত যুগে বলিয়াছিলেন – আমাদের ক্রমাগত কেবল দেহি দেহি রব মাত্র সম্বল। অন্ন, জল, স্বাস্থ্য, শক্তি, আনন্দ সবই দিতে হইবে। দাদাঠাকুর জোর দিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের প্রার্থিত অন্ন দাসত্বের নিবীর্য অন্ন নয়, প্রতারণার প্রবঞ্চনার কদর্যান্ন নয়, ভিক্ষালব্ধ অন্ন নয়। আমরা চাই সদুপায়ের শুদ্ধান্ন, স্বাবলম্বনের অমৃত ভোগ, – 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলার' মোটা ভাত, মোটা কাপড়। আমরা প্রাণ চাই। যে প্রাণ পরের দুঃখে সমবেদনা, পরের সুখে সহানুভূতি প্রকাশে কুণ্ঠিত হয় না। বল ও স্বাস্থ্য চাই। নির্যাতন নিপীড়নের সামর্থ নয় – কর্তব্য সাধনের সংযত সমাহিত শক্তি। কিন্তু স্বাধীনোত্তর অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়া গেলেও আমাদের প্রার্থিত কোন কিছুই পাইলাম না। মরণপণ সংগ্রামে আত্মবলিদান দিয়া যে স্বাধীনতা অর্জিত হইল সে স্বাধীনতা আমাদের সমাজজীবন হইতে আজও অভাবের রাহু মুক্তি ঘটাইতে পারিল না। ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

এক অন্য আন্দোলনের শতবর্ষ

– কৃশানু ভট্টাচার্য্য

এ কোনো প্রতিষ্ঠানের শতবর্ষ নয় – এ এক আন্দোলনের শতবর্ষ। ১০০ বছর আগে যে পরিস্থিতিতে এই আন্দোলনের জন্ম সে দিন অনেকেই এ ধারণা করতে পারেন নি যে ১০০ বছর ধরে ধারাবাহিকতার এক অনন্য নজীর গড়ে তুলবে সেদিনের একটি ছোটো প্রয়াস। এ নেতিবাচক ভাবনারও একটা প্রেক্ষাপট ছিল। প্রথমতঃ ছিল সমাজের যে অংশের মানুষদের নিয়ে তাদের শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে সন্দেহ, কুৎসা কিংবা বিদ্রুপের শেষ নেই ১০০ বছর বাদেও। দ্বিতীয়তঃ, এই আন্দোলন শুরু করেন একজন – তাঁর সেই একক প্রয়াস একদিন যে সমষ্টির প্রয়াসে পরিণত হবে তা বোধ হয় অনুমান করেন নি অনেকেই। তৃতীয়তঃ এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে বিরুদ্ধবাদীদের হাতের অস্ত্র ছিল ভয়ংকর ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যায়, সমাজের মনকে প্রভাবিত করতে বিরুদ্ধবাদীরাও তৎপর ছিলেন সর্বদা। তবুও সেই আন্দোলন জয়ী হয়েছিল – নিজের জীবন দিয়েও সে প্রয়াসকে পূর্ণতা দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। আপাত নিঃসঙ্গ সেই প্রয়াস দিনে দিনে পেয়েছে চলার পথের রসদ – সেই সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েই ১০০ বছর পার করে সেই আন্দোলন আজ এক চলমান পথের ঠিকানা। সেই প্রভাতে তিনি নেই কিন্তু আছে তাঁর অভিনব স্বপ্ন, কর্মযোগের আদর্শ।

(৩য় পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

চিকিৎসা পরিষেবার একি হাল !

আজকাল সংবাদপত্র বা টেলিভিশনে চোখ রাখলেই চিকিৎসা পরিষেবার হতশ্রী চেহারা আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। সময়মত হাসপাতালে রোগী ভর্তি করতে না পারা, রোগী ভর্তির পরেও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া, সুযোগ বুঝে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা নার্সিং হোমে রোগীদের পাঠিয়ে দেওয়া, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে হাসপাতালগুলোর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও চিকিৎসায় বিভ্রাট হয়ে যাওয়া, জরুরী অবস্থায় অক্সিজেন, রক্ত ইত্যাদি না পাওয়া, সর্বোপরি অবহেলাজনিত কারণে রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার রুগ্ন অবস্থার দিকটাই তুলে ধরছে।

একথা কারো অজানা নয় হাসপাতালে সদ্ব্যাবহার ও সুচিকিৎসা না পেয়ে অপমানিত হয়ে যখন রোগীদের আত্মীয়জনেরা হাসপাতালের সুপার বা ডাক্তারদের ওপর চড়াও হন তখন অনেক চিকিৎসক হয় ছুটী নিয়ে বাড়ী চলে যান, নয় তো কোন অছিলায় কাজ বন্ধ করে দেন।

যেখানে সুস্থ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্যও জড়িয়ে আছে, সেখানে, চিকিৎসকদের রোগীদের প্রতি নমনীয় ব্যবহার ও যত্নবান হওয়ার প্রয়োজন নেই কি ?

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও ভুল চিকিৎসায় বা গাফিলতিতে রোগীদের মরতে হচ্ছে ভেবে অবাক লাগে। প্রতিটি রোগী বাঁচানোর প্রতিশ্রুতি না দিতে পারলেও অবহেলায় যাতে একটি রোগীরও প্রাণ না যায় সে দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় বোধ হয় এসেছে।

শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

শ্রদ্ধার্ঘ

– প্রণবেন্দু বিশ্বাস

রবিঠাকুর
সার্ধশতবর্ষ পেরিয়ে
তুমি এখন ব্যবচ্ছেদের টেবিলে –
তোমার শান্তিনিকেতনে এখন
বারুদের গন্ধ-অস্ত্রের মহড়া

রক্তের দাগ ....
তোমার সাধের উপাসনা ঘর
এখন সমাজ বিরোধীদের আস্তানা,
নিষিদ্ধ পানীয়ের আখড়া।
কেলেঙ্কারীর ময়লা চাকতে
তদন্ত কমিশনের ওয়াটার অফ্ ইণ্ডিয়া।
মানুষই শুধু নয় – গাছেরাও আজ
নিরাপদে নেই সেখানে –
আশ্রমিক জীবনকে চাপা দিয়েছে
আর্থিক কৌলিণ্যের পারদ
বহুজাতিক সংস্থার হোর্ডিং
নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
তবু দেড়শো বছর পেরিয়েও আছ
আছ, ব্যবচ্ছেদের টেবিলে।

প্রাত্যহিক জীবনে তুমি অপরিহার্য,
আজও তুমি অপরিহার্য –
নাচ-গান-নান্দনিকতার পাশে
তোমার সমবায়-কুটির শিল্প-উন্নত চাষ
গোষ্ঠী চিন্তা – পল্লীশিক্ষা-ধর্মগোলা
গ্রাম বাংলার একমাত্র জীবন-দিশারী।
তোমার লেখনীকেও আমরা মুক্তি দিয়েছি
হকারের হাতে তুলে দিয়েছি
ভুলে ভরা বই –
আমাদের বুক ফোলান গর্ব – নোবেল
তুলে দিয়েছি তস্করের হাতে।
এ আমাদের লজ্জা .....
রবীন্দ্রনাথ তুমিই বল
আজ মালা দেবার অধিকার
কি সত্যিই আমাদের আছে ?
আর তাই
শুধু মুদ্রা প্রকাশ করেই শ্রদ্ধা জানাব –
তুমিই তো আমাদের মুদ্রার কামধেনু
চিরকালীন সেচ খাল
আমাদের বাঁচার সার্থেই আমরা
সেচ খালের সংস্কারে নেমেছি –
ধরে নাও
এটাই এ বছরের শ্রদ্ধার্ঘ।

এক অন্য আন্দোলনের শতবর্ষ

(২য় পাতার পর)

তাই শাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলের শতবর্ষ আসলে রোকেয়ার আন্দোলনের শতবর্ষ।

তিনি জানতেন কোন্ পরিস্থিতিতে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে – তাই তো তিনি বলতেন – 'আমি আজ বাইশ বৎসর হইতে ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা জানেন ? সে জীবন 'ভারত নারী'। ঐ জীবগুলির জন্য কখনো কাহারো প্রাণ কাঁদে নাই। পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে। তাই যত্রতত্র পশু ক্লেশ-নিবারণী সমিতি দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধ-বন্দিনী নারী জাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও এ ভূভারতে নাই," এ উপলব্ধি তাঁর জীবন সায়াহ্নের – ২২ বছর ধরে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল পরিচালনার অভিজ্ঞতার পরে। কাজেই গোড়ার দিকের প্রতিকূলতা যে আরও তীব্র ছিল তা বলাই বাহুল্য। "১৯১০ এর শেষ ভাগ – এক অসহায় বিধবা ভাগলপুর হইতে আসিয়া কলিকাতার কোলাহল - মুখরিত বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।" ঠিক এমনটাই লিখেছেন রোকেয়ার প্রথম জীবনচরিত রচয়িতা, তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিত শামসুননাহার মাহমুদ। জন্ম হয়েছিল রংপুর জেলার অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামে। বাবা জহিরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের ছিলেন সেকেলে রক্ষণশীল মুসলিম। তার পরিবারের মেয়েরা ছিলেন ঘোরতর অবরোধবাসিনী। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে কোরান শরীফ ছাড়া আর কিছুই পড়তে দেওয়া হত না। কিন্তু এই অবরুদ্ধ আবহাওয়াতে এক ঝলক টাটকা বাতাস এনেছিলেন এই পরিবারেরই মেয়ে করিমুন্নেসা আর ছেলে ইব্রাহিম। ইব্রাহিম ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর করিমুন্নেসা যদি সুযোগ পেতেন তবে রোকেয়ার ভাষায় – "দেশের একটি উজ্জ্বল রত্ন হইতে পারিতেন।" তবে নিজের চেষ্টায় করিমুন্নেসা বাংলা ইংরেজী শিখেছিলেন। ৬৭ বছর বয়সে আরবী ভাষা শিখেছিলেন। করিমুন্নেসার তত্ত্বধানেই ছোট বোন রোকেয়ার ইংরাজী ও বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে পরিচয়। বাবা ছিলেন শিক্ষার বিরোধি তাই দাদা ও দিদি লেখাপড়া শেখাতেন রাতের অন্ধকারে।

কিন্তু সমাজ সংসারের নিয়ম তো থেমে থাকবার নয় – তাই একদিন বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হলেন রোকেয়াও। স্বামী খান বাহাদুর সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন। ভাগলপুরের বাসিন্দা ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বয়স চল্লিশ। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিয়ে। দ্বিতীয় স্ত্রীর বয়স মাত্র ১৬। নানা রোগে আক্রান্ত স্বামীর সেবা করেই কেটেছিল পরের ১৩ টা বছর। ১৯০৯ এর ৩ রা মে প্রয়াত হলেন সাখাওয়াত হোসেন। তবে তার পাশাপাশি চলেছে শিক্ষা আর শিক্ষার প্রয়োগ। নানা পত্রিকায় লেখা, 'পদ্মরাগ' কিংবা 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রকাশিত হয়েছে এ পর্বে।

কিন্তু তীব্র ও নতুন সংগ্রামের সূত্রপাত এর পরে। ১৯০৯ এর ১লা অক্টোবর ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের জন্ম। ছাত্রী চারজন। পারিবারিক বিবাদের জেরে চলে এলেন কলকাতায়, উঠলেন ভাগলপুরের তদানীন্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল মালেকের ভাই আব্দুস সালেকের বাড়ি। এরপর ১৯১১ তে ১৬ই মার্চ ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ লেনে বাড়ী ভাড়া করে আটজন ছাত্রী নিয়ে শুরু হল কলকাতার শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। সে ঠিকানা বদলেছে বারবার। কখনও ৮৬/এ লোয়ার সার্কুলার রোড, কখনও ১৬২ লোয়ার সার্কুলার রোড। সে বাড়ীতেই ১৯৩২ এর ১লা ডিসেম্বর সকালে তাঁর মহাপ্রয়াণ। স্কুল ১৯৩৫ সালে সরকারী অধিগ্রহণের ফলে পেয়ে গেল নিজস্ব আশ্রয়। কিন্তু গোড়ার দিকের এই যে, ২৬ বছরের পথ চলা সে তো নানা প্রতিকূলতার এক ইতিবৃত্ত। বিদ্যালয়ের জন্য ছিল দশ হাজার টাকার সঞ্চয়। কিন্তু স্কুল স্থাপনের কয়েক মাসের মধ্যে ব্যাঙ্ক ফেল। লিখেছেন – চারদিকে অন্ধকার। কোনোদিকেই আলোর আভাস দেখা যায়না।" এক সময় সম্বল ছিল দু-খানা বেঞ্চ ও ৮জন ছাত্রী। ১৮ বছরের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা দেড় শত। আঠারো উনিশ হাজার টাকার আসবাব ও নগদ বিশ হাজার টাকা। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন – " এখন হইতে ২৮ বছর আগে কলিকাতার রাস্তায় মাঝে মাঝে একখানা মেয়ে-ইস্কুলের ঘোড়ার বাসগাড়ী নজরে পড়িত-তাহার গায়ে সাইন-বোর্ডে ইংরেজীতে লেখা, 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল" ... গাড়ী বোঝাই মেয়ের দল সারাদিন ইস্কুল করিয়া এই অন্ধকূপের মধ্যে বসিয়া কিভাবে বাড়ী ফেরে। সেই চিন্তাও দুই একবার মাথায় আসিত। মনে হইত, এই ইস্কুলই ক্রমে পরদার দলে হইয়া দাঁড়াইবে।"

মেয়েদের আনা নেবার জন্য ছিল বাস। পর্দা প্রথার সঙ্গে আপোষ করেই ১৯১৫ সালের শুরুতে নিজস্ব গাড়ী চালু হয়। ১৯২৫ এর মধ্যে পাঁচটি গাড়ীর ব্যবস্থা হয়েছিল। স্কুল সরকারী ও বেসরকারী সামান্য সাহায্যও পেয়েছিল। তবে তা ছিল অন্য বালিকা বিদ্যালয়ের তুলনায় খুবই কম। অন্ততঃ নথিপত্র তো তাই বলে।

কিন্তু এতো প্রতিকূলতার মধ্যেও এগিয়ে চলেছে শিক্ষঅবিস্তারের আন্দোলন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েদের জীবনে এক অর্নিবাণ আলোর শিখা তিনি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। হয়ত তার জীবনে জ্যেষ্ঠ দাদা ও দিদিও ছোট্ট জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তা আরও অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে ছড়িয়ে দেবার একটা আন্তরিক তাগিদ তিনি অনুভব করেছিলেন। সেই প্রয়াসেই ছিল একটা আন্দোলন। সে আন্দোলন শতবর্ষ পরেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ জ্ঞানের আলো তো আজও সব স্থানে পৌছায় নি। তাই জলঙ্গীর সব হারানো ভাঙ্গন কবলিত মানুষ চরের বুকে অস্থায়ী ঠিকানায় যে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেন তার নাম দেন রবীন্দ্র রোকেয়া বিদ্যালয়। মুর্শিদাবাদ জেলারই রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় তাঁর প্রতি স্মৃতিতে নিবেদিত হয়। মেদিনীপুর জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাকক্ষ তাঁরই নামে নামাঙ্কিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধাননগরে যে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন তাও তাঁর স্মৃতিতে নিবেদিত। কারণ রোকেয়া আজ ব্যক্তির গণ্ডি অতিক্রম করে এক বৃহত্তর আন্দোলনের নাম। সেই আন্দোলনের শতবর্ষের সূত্রপাত ২০১০ এর ১৬ই জানুয়ারী — না আগামী একবছর নয় আগামী ১০০ বছর ধরেই বিকশিত হোক, প্রসারিত হোক শিক্ষাবিস্তারের এ আন্দোলন।

আফিডেবিট

আমি নবকুমার দাস, পিতা ঁকালীপদ দাস, গ্রাম ও পোঃ আহিরণ, পি.এস. সুতী, জেলা-মুর্শিদাবাদ। আমার স্কুল ও কলেজের সার্টিফিকেটে প্রণবকুমার দাস উল্লেখ আছে। নবকুমার দাস ও প্রণবকুমার দাস একই ব্যক্তি প্রমাণে গত ৯/৯/১০ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করলাম।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –

বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

পদযাত্রীদের স্বাগত জানাতে সম্মাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এবং ফরাক্কায় এস.এফ.আই-এর রাজ্য সম্মেলনকে সফল করতে জলঙ্গী থেকে ফরাক্কা পদযাত্রা শুরু হয়। গত ২৭ সেপ্টেম্বর পদযাত্রা দল সাগরদীঘিতে পৌছলে তাদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। মণিগ্রামে এক অনুষ্ঠানে আদিবাসীরা নৃত্যের মাধ্যমে কর্মীদের স্বাগত জানান। ঐ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সচ্চিদানন্দ কাণ্ডারি, পরেশ দাস, রজব আলি, মোহন চ্যাটার্জী, মফিজুল ইসলাম, গণনাথ দাস, প্রসেনজিত চ্যাটার্জী প্রমুখ। এক নৈশ ফুটবল প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। সেখানে সভাপতিত্ব করেন তাপস সাহা।

অ্যাসিড খেয়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ বাঁধাঘাটের নিচ পল্লীর স্বর্ণ ব্যবসায়ী সুশান্ত রায়ের পুত্র নবাব (১৭) গত ৩০ সেপ্টেম্বর সোনা গলানো অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করে। প্রেমঘটিত ঘটনাকে ঘিরে এই মৃত্যু বলে এলাকা সূত্রে জানা যায়।

শ্মশানের পুরোহিত পলাতক

(১ম পাতার পর)

সাধু তাঁর ছোট ভাইয়ের মাধ্যমেও বেশ কিছু জিনিসপত্র পাচার করেছেন বলে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে আরও জানা যায়, মন্দিরের খরচ খরচা বাদে লক্ষাধিক টাকা রোজগারের কথা বার বার উঠলেও তা নানা ছল চাতুরীতে চাপা দেওয়ার চেষ্টা চালান মঙ্গল ব্রহ্মচারী। এই লুটমার ও ব্যাভিচার বন্ধে দু'বছর আগে প্রাক্তন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের উদ্যোগে একটা কমিটিও তৈরী হয় শ্মশানে। বর্তমানে অস্থায়ী পুরোহিত দিয়ে মায়ের পূজারতি চলছে।

সাধারণের কাছে প্রণববাবু এখন

(১ম পাতার পর)

প্যাকেটের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু সে সব বন্টনে রীতিমত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। হই-হট্টোগোল-মারপিটে প্রকৃত সভা বানচাল হয়ে যায়। অনেক জায়গায় বাইরের লোক চড়াও হয়ে ঝাঁকা সমেত টিফিন প্যাকেট নিয়েও উধাও হয়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতরা পুলিশের সাহায্য নিয়ে প্যাকেট সংগ্রহ করেন বলে খবর। এখন প্রণববাবুর সভা মানেই টিফিন প্যাকেটের ছড়াছড়ি। তাই গ্রামবাংলার ছোটো-বড়ো অনেকের কাছেই তিনি অর্থমন্ত্রীর পরিবর্তে 'প্যাকেট মন্ত্রী' বা 'প্যাকেট দাদু' বলে পরিচিত।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
এনেছে ঈদ, মহাপূজা ও দীপাবলীর
।। বিশেষ উপহার ।।

★ **MIS** (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯% (৬ বছর)
★ সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ৯.৫০
এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.০০%
★ ৮ বছরে টাকা ডবল হচ্ছে
★ **NSC, KVP, LIP** ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
★ গিফট্ চেক (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
★ অল্প সুদে (মাত্র ১০% – ১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই – অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
★ অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩% মধ্যে।
★ ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
★ **ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।**
এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ □ দরবেশপাড়া

শত্রুঘ্ন সরকার
সম্পাদক

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
সভাপতি

ল্যাণ্ড ফোন দীর্ঘদিন কথা বলে না

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির বালিয়া এক্সচেঞ্জের আওতাভুক্ত মনিগ্রাম অঞ্চলের বেশকিছু গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে ল্যাণ্ড ফোন অকেজো। নিযুক্ত ঠিকাদারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ চুপচাপ। কবে ফোন কথা বলবে তাও কেউ জানে না। মোবাইলের ব্যাপক প্রচলনে ল্যাণ্ড ফোনের প্রয়োজন কমে গেছে বলেই কি এই অবহেলা ?

বোমা বিস্ফোরণে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৯ সেপ্টেম্বর রঘুনাথগঞ্জ-২ নং ব্লকের সেকেন্দ্রা গ্রামের বিশু ঘোষ অন্য দিনের মত সেদিনও পাশের মাঠে মোষ চড়াতে যান। ঐ সময় মোষের পায়ের চাপে মাটির ভেতরে লুকিয়ে রাখা বোমা হঠাৎ ফেটে যায়। বিকট আওয়াজে এলাকা জেগে ওঠে। মোষটির দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। আহত গুরুতর জখম বিশুকে জঙ্গীপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ঐ দিনই বিকেলে তিনি মারা যান। উল্লেখ্য, সেকেন্দ্রায় বেশ কিছুদিন ধরে পুলিশ ক্যাম্প আছে। বর্তমানে অশান্তির আশঙ্কায় আরও পুলিশ বাড়ানো হয়েছে। কয়েক মাস আগে ভবানী ভবন থেকে বোমস্কোয়াড ঐ এলাকা ছাপা মেরে কয়েক হাজার বোমা উদ্ধার করে।

সাংবাদিকের মাতৃ বিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর সংবাদের লেখক ও সাংবাদিক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা প্রতিভা ব্যানার্জী (৭০) ২ অক্টোবর দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর পরলোকগমন করেন। তাঁর শেষকৃত্য রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে সম্পন্ন করা হয়।

ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে আসা টাকা ছিনতাই

(১ম পাতার পর)

পে-কমিশনের উদ্বৃত্ত প্রায় ৮২ হাজার টাকা নিয়ে সাইকেলে অফিস ফিরছিলেন গত ১৫ সেপ্টেম্বর। ডায়মণ্ড ক্লাবের কাছে একই কায়দায় মোটর সাইকেলের দুই আরোহী ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত উধাও হয়। সরকারী টাকা ছিনতাইয়ের খবর যথারীতি রঘুনাথগঞ্জ থানায় জানানো হয়েছে। পুলিশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এই পর্যন্ত।

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা
❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র
স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

NATIONAL AWARD WINNER 2008
Coolfi ICE CREAM
AN ISO 9001-2000
ডিলারশিপ ও পার্টি অর্ডারের জন্য যোগাযোগ করুন –
গোবিন্দ গাম্ভিরা
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন-০৩৪৮৩-২৬২২২৫ / মো.-৯৭৩২৫৩২৯২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।